প্রথম আলো

তারিখ: 07 DEC 2015
পৃষ্ঠা: ৫ কলাম: ২

ফল সংশোধন ও খাতা পুনর্মূল্যায়নের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

গাজীপুর প্রতিনিধি ●

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

২০১৩ সালের অনার্স পার্ট-৪ (ফাইনাল) পরীক্ষার ফল সংশোধন ও বিনা খরচে দ্রুত খাতা পুনর্মূল্যায়নের দাবিতে ক্যাম্পাসের মূল ফটকে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ করেছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শতাধিক শিক্ষার্থী। গতকাল রোববার বেলা ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত ফটকের ভেতর থেকে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভে অংশ নেন তাঁরা।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও কয়েকজন শিক্ষার্থী জানান, এই পরীক্ষায় বিভিন্ন কলেজের প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষার্থীর একেকজন একেক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছেন। তাই তাঁরা মাস্টার্সে ভর্তি হতে পারছেন না। তাঁদের দাবি, এই অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের খাতা যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি। তাঁদের অধিকাংশই অনার্স পার্ট-৩ পর্যন্ত সব বিষয়ে ভালো ফল করেছেন। খাতা যথাযথভাবে মূল্যায়িত হলে তাঁরা পাস করতেন।

> শিক্ষার্থীদের দাবি, এই অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের খাতা যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি। তাঁদের অধিকাংশই অনার্স পার্ট-৩ পর্যন্ত সব বিষয়ে ভালো ফল করেছেন। খাতা যথাযথভাবে মূল্যায়িত হলে তাঁরা পাস করতেন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ, তথ্য ও পরামর্শ দপ্তরের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মো. ফয়জুল করিম জানান, গত ৩০ নভেম্বরও একই দাবিতে শিক্ষার্থীরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটকে এসে বিক্ষোভ করেছিলেন। পরে কর্তৃপক্ষ ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে খাতা পুনর্মূল্যায়নের আবেদন করতে বললে তাঁরা চলে যান। গতকাল আবারও তাঁরা বিক্ষোভ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটকে তালা লাগিয়ে দেন। অবস্থা বিবেচনা করে দুপুরে ছাত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন উপাচার্য ড. হারুন-অর-রশিদ ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. বদরুজ্জামান।

সূত্র জানায়, বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো হলো, সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে হবে। উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণ করে কর্তৃপক্ষ ১০ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশ করবে। পুনর্নিরীক্ষণের পর কারও ফলের উন্নতি হলে পরিবর্তিত ফল প্রকাশ এবং পুনর্নিরীক্ষিত ফলধারীদের মাস্টার্সে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্র দেখার সুযোগ দেওয়া হবে।

ঢাকার লালমাটিয়া মহিলা কলেজের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী শারমিন আক্তার জানান, খাতা পুনর্মূল্যায়নের জন্য কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করলে ৮৪৬ টাকা খরচ হয়। এই ২৬ হাজার শিক্ষার্থীর খাতা পুনর্মূল্যায়নের জন্য অনেক টাকা প্রয়োজন। তিনি বলেন, 'তাই আমাদের দাবি হলো, বিনা খরচে খাতা পুনর্মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হোক।'